সংবাদ

তারিখ 08 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগুন —

# ২৪ বিশিষ্ট নাগরিকের নিন্দা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ৫ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগসহ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের বিশিষ্ট ২৪ জন নাগরিক। এসব ঘটনায় শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রই নয়, পুড়ে গেছে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইসহ অন্য শিক্ষা সরঞ্জামাদি, যা কোমলমতি শিশু-কিশোরেরা টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আতঙ্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে বলেও মন্তব্য করেন তারা। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা এ উদ্বেগ এবং আতঙ্কের কথা জানায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে এবং সহিংসতা বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিদানকারী বিশিষ্টজনের তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন, প্রখ্যাত কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট, বিশিষ্ট অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক এ্যারোমা দত্ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, পাখি

নাগরিকের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

## নাগরিকের : নিন্দা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষজ্ঞ ইনাম আল-হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এমএম আকাশ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র উপদেষ্টা ড. মনজুর আহমেদ, নিজেরা করি-এর সমন্বয়ক খুশী কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, বেলা'র নির্বাহী পরিচালক রিজওয়ানা হাসান, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, বাংলাদেশি প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইবরাহীম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ, এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী নিশাত মজুমদার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ্ কবির, নাট্য ব্যক্তিত্ব ডা. এজাজুল ইসলাম ও বিশিষ্ট পর্বতারোহী এমএ মুহিত। তারা বলেন, এমনিতেই বিগত কিছু দিনের রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাথমিক ও এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষাসহ চলমান শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তদুপরি শিক্ষার্থীদের ভর্তিপর্ব এবং নতুন বই প্রাপ্তির সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সব শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তারা।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আন্দোলন-সংগ্রাম স্বীকৃত পন্থা। কিন্তু সহিংসতা কখনো প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। এ ধরনের কার্যকলাপ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। তারা এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করার দাবি জানান। বিবৃতিতে তারা বলেন, সব নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের ব্যর্থতাও মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সব ধরনের সন্ত্রাস প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করারও জোর দাবি জানাই।